মা দ ক দ্র ব্য নি য় ন্ত্র ণ অ ধি দ প্ত র

মাদক মুক্ত সুস্থ জীবন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাসিক বুলেটিন সংখ্যাঃ ৬৫ বর্ষঃ ৮ম জুলাই ২০১৩

ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ২৬ জুন ২০১৩ মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবসে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী **ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর** এম পি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জনাব **সি কিউ কে মুসতাক আহমদ** ।

ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে গত ২৬ জুন ২০১৩ তারিখ মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবসে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। জাতিসংঘ ঘোষিত এবারের স্লোগান "Make Health your 'new high' in life, not drugs" (মাদকের নেশা নয়, স্বাস্থ্যই হোক জীবনের নতুন প্রত্যাশা)। অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর এম পি, প্রধান অতিথি এবং সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জনাব সি কিউ কে মুসতাক আহমদ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে মাদক বিরোধী কার্যক্রমে ফলপ্রসূ অভিযান পরিচালনায় শ্রেষ্ঠ সার্কেল হিসেবে গাজীপুর সার্কেল এবং শ্রেষ্ঠ উপশুঅঞ্চল হিসেবে ঢাকা উপশুঅঞ্চল নির্বাচিত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে ২৬জুন ২০১৩ উপলক্ষে রচনা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদেরকে ক্রেস্ট এবং সনদ প্রদান করা হয়। একই সাথে বিগত এক বছরে বিভিন্ন মাদকবিরোধী কার্যক্রমের অবদানের জন্য০৩ (তিন) টি এনজিও যথাঃ (১) আপন (২) ঢাকা আহছানিয়া মিশন (৩) বাংলাদেশ ইয়ুথ ফার্ষ্ট কন্সার্স নামক প্রতিষ্ঠানকে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। তাছাড়া ২৬ জুন ২০১৩ উদযাপন উপলক্ষে মানব বন্ধন ও র‍্যালীতে ৩০ (ত্রিশ) টির অধিক এনজিও অংশ গ্রহণ করে। তাদের মধ্য থেকে অধিদপ্তরের মানব বন্ধন ও র‍্যালী মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারী যথাক্রমে (১)পপুলার লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানি লিঃ (২) ড্রিমস্ ও (৩) প্রশান্তি নামক প্রতিষ্ঠানকে নির্বাচিত করায় তাদেরকে উক্ত অনুষ্ঠানে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

মাননীয় প্রধান অতিথির নিকট থেকে মাদক বিরোধী কর্মকান্ডে স্বীকৃতিস্বরূপ ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন বিভিন্ন এনজিওর প্রতিনিধিগণ

দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, মাননীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব এবং মহাপরিচালক এর বাণী সম্বলিত বাংলা ও ইংরেজী ১০টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিশেষ ক্রোড়পত্র এবং একটি তথ্য বহুল স্যুভেনির প্রকাশ করা হয়। তাছাড়া উক্ত দিবসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের **"বার্ষিক প্রতিবেদন-২০১২"** এর মোড়ক উন্মোচন করা হয়। দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরার লক্ষ্যে রাজধানী ঢাকা শহরের সড়ক, সড়ক দ্বীপসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ১৫ টি স্পটে মাদক বিরোধী ব্যানার, ফেস্টুন, প্লেকার্ড দিয়ে বিশেষভাবে সজ্জিত করা হয়। বাংলাদেশ বেতারে মাদক বিরোধী কথিকা এবং বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ অন্যান্য বেসরকারী টিভি চ্যানেলে টক শো প্রচারিত হয়। অধিদপ্তর হতে প্রকাশিত মাদক বিরোধী শে-াগান সম্বলিত ছাতা, পোস্টার, স্টিকার, লিফলেট বিতরণ করা হয়। এ দিবস উপলক্ষে পক্ষকালব্যাপী বিভিন্ন এনজিও অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে স্ব-স্ব উদ্যোগে আলোচনা সভা, নাটক, র‍্যালী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ নানামুখী কর্মসূচিবাস্তবায়ন করে।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি তাঁর বক্তৃতায় বলেন, একজন খুনি যদি একটি মানুষ খুন করে তার অপরাধের বিস্তৃতি ঐ একটি মানব জীবন হরনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু একজন মাদক ব্যবসায়ী মাদকের মত বিষাক্ত মারণাস্ত্র প্রয়োগ করে হাজার হাজার তরতাজা প্রাণ তিলে তিলে শেষ করছে। মাদক কেবল বর্তমান নয় জাতির অনাগত ভবিষ্যতকেও ধ্বংস করছে।

জুন ২০১৩ মাসের উল্লেখযোগ্য মামলার তথ্য

তারিখ	উপ-অঞ্চলের নাম	আসামীর সংখ্যা	আলামতের পরিমান
০৬/৬/১৩	ঢাকা মেট্রো	০২	শিশা-৭কেজি, হুক্কা -১৫টি
০৪/৬/১৩	ঢাকা মেট্রো	০৪	শিশাও১৫ কেজি, হুক্কা-৩০টি
১১/৬/১৩	ঢাকা মেট্রো	০১	কোকেন-০৩ কেজি
১২/৬/১৩	খুলনা	০২	হেরোইন-৪০ গ্রাম
২২/০৬/১৩	কুমিল্লা	পলাতক	গাঁজা-২০ কেজি
২৪/৬/১৩	ঢাকা মেট্রো	০১	ইয়াবা-২০০০ পিস

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, অপারেশন অধিশাখা)

রাসায়নিক পরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, পুলিশ, বিজিবি, কাস্টমস, র‍্যাব ও কোস্টগার্ডসহ সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দায়েরকৃত মাদক অপরাধ সংক্রান্ত মামলার আলামত এবং শিল্পে ব্যবহার্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রিকারসর কেমিক্যালস এর রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। জুন'১৩ পর্যন্ত মাসের রাসায়নিক পরীক্ষার হিসাব নিম্নরূপঃ

অঞ্চলের নাম	রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পন্ন ও রিপোর্ট সরবরাহ				পেন্ডিং/ স্থগিত
	নমুনা	পজিটিভ	নেগেটিভ	মোট	
ঢাকা অঞ্চল	১৭৫	১৭৪	--	১৭৪	০১
চট্টগ্রাম অঞ্চল	১৩৭	১৩৭	--	১৩৭	--
রাজশাহী অঞ্চল	১২০	১২০	--	১২০	--
খুলনা অঞ্চল	৯৮	৯৮	--	৯৮	--
বাংলাদেশ পুলিশ	২৬০৫	২৬০২	০২	২৬০৪	০১
বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ	১১	০৩	০৪	০৭	০৪
র‍্যাব	--	--	--	--	--
বাংলাদেশ কোষ্ট গার্ড	--	--	--	--	--
বাংলাদেশ রেলওয়ে পুলিশ	২৪	২৪	--	২৪	--
মোট =	৩১৭০	৩১৫৮	০৬	৩১৬৪	০৬

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, কেন্দ্রীয় রাসায়নীক পরীক্ষাগারা)

রাজস্ব আদায়

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অঞ্চল ভিত্তিক ২০১২ সালের জুন মাসের সাথে ২০১৩ সালের জুন মাসের রাজস্ব আদায়ের তুলনামূলক বিবরণী নিম্নরূপঃ

ক্রঃনং	অঞ্চলের নাম	জুন ২০১২	জুন ২০১৩
১।	ঢাকা অঞ্চল	২,১৬,৭৮,৫৩২/-	২,১৯,০০,৭১১/-
২।,	চট্টগ্রাম অঞ্চল	১,৭১,৫৫,৩৬২/-	১,৭০,৫৭,১২৪/-
৩।	খুলনা অঞ্চল	৩,৫৫,৭৬,০২৫/২৮	৩,৬৯,০২,০০৯/৭৮
৪।	রাজশাহী অঞ্চল	১,০৯,১২,৪৫৭/-	১,৪০,০৯,২৮৭/-
	মোট	৮,৫৩,২২,৩৭৬/-	৮,৯৮,৬৯,১৩১/৭৮

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, অর্থ শাখা)

আইন আদালত (জুন'১৩)

ক্র/নং	উপ-অঞ্চলের নাম	দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা	সাজাপ্রাপ্ত মামলার সংখ্যা	সাজাপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা
১	ঢাকা-মেট্রো উপ-অঞ্চল	১০৮	১২৮	৩২	৩২
২	ঢাকা উপ-অঞ্চল	৬৪	৬৪	০৪	০৪
৩	ময়মনসিংহ উপ-অঞ্চল	৫১	৬১	০৫	০৫
৪	ফরিদপুর উপ-অঞ্চল	২৮	৩০	০২	০২
৫	টাংগাইল উপ-অঞ্চল	১৫	১৭	০০	০০
৬	জামালপুর উপ-অঞ্চল	০৮	০৯	০০	০০
৭	চট্টগ্রাম-মেট্রো উপ-অঞ্চল	২৮	৪২	০০	০০
৮	চট্টগ্রাম উপ-অঞ্চল	০৯	১০	০০	০০
৯	সিলেট উপ-অঞ্চল	৫০	৫৩	০৩	০৩
১০	নোয়াখালী উপ-অঞ্চল	২১	২২	০০	০০
১১	কুমিল্লা উপ-অঞ্চল	২৯	৩০	০২	০২
১২	কক্সবাজার উপ-অঞ্চল	১২	১২	০০	০০
১৩	রাঙ্গামাটি উপ-অঞ্চল	০২	০০	০০	০০
১৪	খাগড়াছড়ি উপ-অঞ্চল	০২	০০	০০	০০
১৫	বান্দরবান উপ-অঞ্চল	০২	০২	০০	০০
১৬	খুলনা উপ-অঞ্চল	৪৮	৫১	০৩	০৪
১৭	যশোর উপ-অঞ্চল	৪৩	৪৩	০১	০১
১৮	কুষ্টিয়া উপ-অঞ্চল	১৯	২১	০০	০০
১৯	বরিশাল উপ-অঞ্চল	১১	১৬	০০	০০
২০	পটুয়াখালী উপ-অঞ্চল	০৮	০৮	০০	০০
২১	রাজশাহী উপ-অঞ্চল	৯৩	১০৩	০৩	০৩
২২	পাবনা উপ-অঞ্চল	৪৩	৪৬	০৫	০৮
২৩	বগুড়া উপ-অঞ্চল	২৭	২৭	০০	০০
২৪	রংপুর উপ-অঞ্চল	৪৭	৫৩	০২	০২
২৫	দিনাজপুর উপ-অঞ্চল	১৬	১৭	০২	০৩
২৬	ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল	০৪	০৫	০০	০০
২৭	রাজশাহী গোয়েন্দা অঞ্চল	১১	১১	০১	০১
২৮	চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চল	১০	১০	০১	০১
২৯	খুলনা গোয়েন্দা অঞ্চল	০৫	০৪	০০	০০
	সর্বমোটঃ	৮১৪	৮৯৫	৬৮	৭১

সূত্রঃ (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, অপারেশন অধিশাখা)

সবচেয়ে বেশী মামলা ও সবচেয়ে কম মামলার পরিসংখ্যান

জুন ২০১৩ মাসে সর্বাধিক মামলা হয়েছে ঢাকা মেট্রো উপ-অঞ্চলে। পক্ষান্তরে জুন ২০১৩ মাসে রাঙামাটি উপ-অঞ্চলে সবচেয়ে কম মামলা উদঘাটন হয়েছে এবং ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চলে ০৪ টি মামলা রুজু হয়েছে। জুন ২০১৩ মাসে ঢাকা মেট্রো উপ-অঞ্চলে ১০৮ টি মামলা রুজু করে ১২৮ জনকে আসামী করা হয়েছে। রাঙ্গামাটি উপ-অঞ্চলে কোন পরিদর্শক ও উপ-পরিদর্শক পদায়ন না থাকায় কম মামলা রুজু করা হয়েছে মর্মে অতিরিক্ত দায়িত্বে নিয়োজিত উপ- আঞ্চলিক কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। অপরদিকে ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চলের উপপরিচালক জানিয়েছেন গোয়েন্দা অঞ্চলের মূল কাজ হলো গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করা, যার ফলে ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল প্রমাপ অনুযায়ী মামলা উদঘাটন করতে সক্ষম হয়নি।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদক বিরোধী কমিটি গঠন

জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের দশম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদক বিরোধী কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে গঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদক বিরোধী কমিটির পরিসংখ্যান ঃ

বছর	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩ (জুন পর্যন্ত)
গঠিত মাদক বিরোধী কমিটির সংখ্যা	৫৯৭৯	৫৫৪৯	৮২৮	১৯২৫	৩৭২ টি

(ত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, নিরোধ শিক্ষা অধিশাখা)

উল্লেখযোগ্য মাদক বিরোধী অভিযান

মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর উপাদান মিশ্রিত ২০ কেজি শিশা উদ্ধার ও ০৪ জন গ্রেফতার

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ০৪/৬/২০১৩ তারিখ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা মেট্রো উপপ্তঅঞ্চলাধীন গুলশান সার্কেল পরিদর্শকের নেতৃত্বে একটি টিম গুলশান-২ নম্বরস্থ ক্যাফে এ্যারাবিয়া রেষ্টুরেন্টে অভিযান চালিয়ে ১৫কেজি ক্ষতিকারক উপাদান টেট্রা হাইড্রোক্যানবিল মিশ্রিত ৩০টি গাঁজা সেবনের হুক্কা সহ রেষ্টুরেন্টের মালিক (১) কাওছার আহমেদ তাহের(২৯) এবং (২) মোঃ জাকির হোসেন(৩০)কে হাতেনাতে গ্রেফতার করেন সেইসাথে শিশা ব্যবহারকারী ৩০ জনকে উদ্ধার করেন। একই দিনে একই দল রাজধানীর বনানীর ৭ নম্বর রোডের মিলাউন্স রেষ্টুরেন্টে অভিযান চালিয়ে ০৫কেজি শিশা ও ৮টি হুক্কা, ইয়াবা ও মদের বোতলসহ(১)জাফর ইকবাল (৩৩) এবং(২)মোঃ জিয়াউর রহমান(৩৩)কে গ্রেফতার করেন ও আরো ১০ জন সেবনকারীকে উদ্ধার করেন। সর্বমোট ২০ কেজি শিশা ও ৩০টি হুক্কা উদ্ধার করা হয়। সেবনকারী আসক্ত ব্যক্তিদের স্থানীয় মাদক নিরাময় কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃত আসামীদের এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তারা জানান যে ৪ বছর ধরে এ ব্যবসা করে আসছে। ইরান থেকে চোরাই পথে টেট্রা হাইড্রোক্যানবিল মিশ্রিত শিশা দেশে এনে সাধারণ মানুষেকে নেশায় আসক্ত করছে।এ বিষয়ে মাদকদ্রব্য আইনে গুলশান ও বনানী থানায় মামলা দায়ের করা হয়। গুলশান সার্কেলের উপপ্তপরিদর্শক জনাব মোঃ আব্দুস ছালাম মামলাটির তদন্তকারী কর্মকর্তা। তিনি মামলাটি তদন্ত শেষে গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমানিত হওয়ায় গত ০৫/৯/২০১৩ তারিখ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় চার্জশীট প্রদান করেন।

কুমিল্লা উপপ্তঅঞ্চলে ২২/৬/২০১৩ তারিখ চানাচুর ও শশা বিক্রেতাবেশী ০৩ জন গ্রেফতার

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ২২/৬/২০১৩ তারিখ সকাল ৮.০০ ঘটিকায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, কুমিল্লা উপপ্তঅঞ্চলাধীন সদর দক্ষিণ সার্কেলের পরিদর্শকের নেতৃত্বে একটি টিম লাকসাম রেলওয়ে থানাধীন সদর রসুলপুর রেলষ্টেশনে অভিযান চালায়। অভিযান কালে ৪০ বোতল ফেন্সিডিল অভিনব কায়দায় একটি বড় অ্যালুমোনিয়াম এর গামলার ভিতর শশার নিচে লুকানো অবস্থায় পাওয়া যায়। অপর একটি বড় অ্যালুমোনিয়াম এর গামলার ভিতর শশার নিচে লুকানো অবস্থায় আরো ৩৫ বোতল এবং একটি ছোট অ্যালুমোনিয়ামের এর গামলার ভিতর চানাচুর এর নিচে লুকানো অবস্থায় ৩৫ বোতল ফেনসিডিল সর্বমোট ১১০ বোতল ফেনসিডিলসহ চানাচুর ও শশা বিক্রেতাবেশী ০৩ জন মাদক ব্যবসায়ীকে হাতেনাতে গ্রেফতার করেন। গ্রেফতারকৃত আসামীরা হলেন (১) মোঃ ইয়াসিন মিয়া (২২), পিতাপ্তঈমান আলী, সাংপ্তহাদিয়াবাজ (পুরান আটি খাঁ বাড়ী), (২) রিপন মিয়া (২১), পিতাপ্তমোঃ মোসলেম মিয়া, সাংপ্তহাজী দাসপাড়া, থানাপ্ত নরসিংদী সদর এবং (৩) মোঃ মোক্তার হোসেন (২২), পিতাপ্তমোঃ চাঁদু মিয়া, সাংপ্ত শীনিধি, সর্ব থানাপ্ত রায়পুরা, জেলাপ্ত নরসিংদী। এ বিষয়ে লাকসাম রেলওয়ে থানায় মাদকদ্রব্য আইনে মামলা দায়ের করা হয়। তত্ত্বাবধায়ক জনাব মোঃ আজিজুল হক মামলাটির তদন্তকারী কর্মকর্তা। তিনি মামলাটি তদন্ত শেষে গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমানিত হওয়ায় গত ২৩/৭/১৩ তারিখ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় চার্জশীট প্রদান করেন।

০৩ কেজি কোকেনসহ পেরুর নাগরিক গ্রেফতার

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নিকট গোপন সংবাদ ছিল, বিদেশী নাগরিক পেরুর স্থায়ী বাসিন্দা MR.ZAGACETA ALVARADO JUAN PABLO RAFAE ১১/৬/২০১৩ তারিখে বিপুল পরিমান কোকেনসহ ফ্লাইট নংপ্তইকে৫৮২তে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে হয়ে বাংলাদেশের ঢাকায় প্রবেশ করে কোন এক হোটেলে অবস্থান করছে। উক্ত সংবাদটি অতিরিক্ত পরিচালক, গোয়েন্দা শাখা, উপপ্তপরিচালক, ঢাকা মেট্রো উপপ্তঅঞ্চলকে অবহিত করলে তারা তাৎক্ষণিকভাবে ঢাকা শহরের বিভিন্ন হোটেল তল্লাশির জন্য ০৫টি বিশেষ টিম গঠন করেন। উক্ত টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারেন সেই পেরুর নাগরিক তেজগাঁও থানাধীন কারওয়ান বাজারস্থ বেষ্ট ওয়েষ্টার্ন হোটেল লাভিঞ্চিতে অবস্থান করছে। তার অবস্থান নিশ্চিত হয়ে অতিরিক্ত পরিচালক, গোয়েন্দা শাখা এর নেতৃত্বে ঢাকা মেট্রো উপপ্তঅঞ্চলাধীন ৫টি বিশেষ টিম ১৯.০০-১৯.৪৫ ঘটিকার মধ্যে তেজগাঁও থানাধীন ৫৪, কারওয়ান বাজর বেষ্ট ওয়েষ্টার্ন হোটেল লাভিঞ্চির ৭ম তলার আসামীর ভাড়াকৃত ৭০৭ নং কক্ষে অভিযান পরিচালনা করে ০৩ কেজি কোকেনসহ পেরুর নাগরিক ZAGACETA ALVARADO JUAN PABLO RAFAEL, পিতা, ARQUIMEDEZ ZAGACETA RODRIGUES, মাতা, GLORIA ALUARADO OYOLA, বাসা 181, রোড, CHICLAYO LAMBAYEQUE CALLEGRUZDELA ESPERANZA, LIMA, PERU কে হাতেনাতে গ্রেফতার করেন। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি জানান যে পেরু থেকে ইকুয়েডর, ব্রাজিল, দুবাই হয়ে বাংলাদেশে আসেন। এ বিষয়ে মাদকদ্রব্য আইনে তেজগাঁও থানায় একটি নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়। সুত্রাপুর সার্কেলের পরিদর্শক জনাব ওবায়দুল কবির মামলাটির তদন্তকারী কর্মকর্তা। তিনি মামলাটি তদন্ত শেষে গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমানিত হওয়ায় গত ১৭/৯/২০১৩ তারিখ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় চার্জশীট প্রদান করেন।

খুলনা উপপ্তঅঞ্চলে ১২/৬/২০১৩ তারিখ ৪০ গ্রাম হেরোইনসহ ০২ মহিলা গ্রেফতার

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ১২/৬/২০১৩ তারিখ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, খুলনা উপপ্তঅঞ্চলাধীন খুলনা সদর দক্ষিণ সার্কেলের পরিদর্শকের নেতৃত্বে একটি টিম খুলনা জেলার পাইকগাছা থানাধীন বান্দিগাঠি গাজী বাড়ি গ্রামে তল্লাসী চালিয়ে ৪০ গ্রাম হেরোইনসহ (১) মোছাঃ ঝরনা বেগম (৩৯), (২) সালমা বেগম (৪০), উভয়ের পিতাঃ নবাব আলী গাজী, সাংপ্তবান্দিগাঠি, গাজী বাড়ি, থানাপ্তপাইকগাছা, জেলাপ্তখুলনা কে হাতে নাতে গ্রেফতার করেন। এ বিষয়ে পাইকগাছা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়। খুলনা সদর দক্ষিন সার্কেলের পরিদর্শক জনাব মোজাম্মেল হক মামলাটির তদন্তকারী কর্মকর্তা। তিনি মামলাটি তদন্ত শেষে গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমানিত হওয়ায় গত ১৪/৭/১৩ তারিখ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় চার্জশীট প্রদান করেন।

মাসিক বুলেটিনে আপনার মতামত/মন্তব্য আহবান করা হচ্ছে

অধিদপ্তর থেকে প্রতিমাসে মাসিক বুলেটিন প্রকাশ করা হচ্ছে। যা অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটসহ বিভিন্ন বিভিন্ন পদস্থ ব্যক্তি, সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হচ্ছে। বুলেটিন সম্পর্কে আপনার যে কোন মূল্যবান মতামত/মন্তব্য, তথ্য, বক্তব্য, প্রতিবেদন, ছবি ইত্যাদি প্রেরণ করলে তা প্রকাশের জন্য গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে।

আলামতভিত্তিক মামলার পরিসংখ্যা

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি, কোষ্টগার্ডসহ জুন'১৩ মাসের আলামতভিত্তিক মামলা, আসামী ও উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্যের বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

মাদকদ্রব্যের নাম	মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা	মাকদ্রব্যের পরিমান
হেরোইন	-	-	১০.৯৯১ কেজি
গাজা	-	-	২,৮৯২.৬৪৪ কেজি
গাজা গাছ	-	-	২৮ টি
অবৈধ চোলাই মদ	-	-	৮৮০.২৫ লিটার
দেশী মদ	-	-	১১,০৯৭.৯ লিটার
বিদেশী মদ	-	-	১০ লিটার
বিদেশী মদ	-	-	১১,৭১৮ বোতল
বিয়ার	-	-	৩,৮৩৭ ক্যান, ১২৬ বোঃ
রেক্টিফাইড স্পিরিট	-	-	১১০.৪ লিটার
ডিনেচার্ড স্পিরিট	-	-	২,০৯৭ লিটার
কোডিন মিশ্রিত (ফেনাসাডল)	-	-	৮২,৬২৩ বোতল
কোডিন মিশ্রিত (ফেনাসাডল)	-	-	২৩ লিটার
তাড়ী (টোডি)	-	-	৬০৮ লিটার
পচুই	-	-	২৫ লিটার
পেথাডিন	-	-	৫৭৩ এ্যাম্পুল
বুপ্রেনরফিন(টিডি জোসিক ইনঃ)	-	-	৭,৫৯২ এ্যাম্পুল
ফার্মেন্টেড ওয়াশ (জাওয়া)	-	-	৩,৬৪৩ লিটার
এ্যালকোহল	-	-	০৮ লিটার
আফিম	-	-	০১ কেজি
কোকেন	-	-	৩.৭ কেজি
ইয়াবা ট্যাবলেট	-	-	১৫,৬,৯১৪টি
রিকোডেক্স/কডোকপ সিরাপ	-	-	২৮ বোতল
ডায়াজিপাম	-	-	৩০ টি
বাখার	-	-	০৯ কেজি
নগদ অর্থ	-	-	৩,৪৬,৮৭০/-টাকা
প্রাইভেট কার	-	-	০১টি
মোবাইল সেট	-	-	১৯ টি
মোটর সাইকেল	-	-	০৩ টি
বুপ্রেনরফিন(লুপিজোসিক ইনঃ)	-	-	৪৪৭ এ্যাম্পুল
সানাগ্রা ট্যাবলেট	-	-	০৬ টি
আপয়েট মিশ্রিত ড্রিংক্স	-	-	২৬৬ লিঃ, বোঃ ২৯৯
ট্রেট্রাহাইড্রোকেনাবিনল (শিশা)	-	-	২২ কেজি, হুক্কাও৩৫ টি
দেশী মদ (বোতল)	-	-	১,২২৩ বোতল
মোটঃ	৩৯৩৩	৪৭৬৪	

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, অপারেশন অধিশাখা)

প্রিকারসর কেমিক্যালস আমদানি সংক্রান্ত বিবরণী

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার্য প্রিকারসর কেমিক্যালস এর আমদানীর বিষয়ে অনুমোদন দিয়ে থাকে। বিভিন্ন প্রিকারসর এর অনুমোদিত বার্ষিক কোটা এবং জুন'১২ মাসের সাথে জুন'১৩ মাসের আমদানীর তুলনামূলক পরিমাণ নিম্নরূপঃ

প্রিকারসর কেমিক্যালের নাম	বার্ষিক কোটা	জুন'১২	জুন'১৩
ঢলুইন	১২,৭৬৮.৫০মেঃটনঃ	৪৬১.১০৪মেঃটনঃ	৫৭৭.৫৪৭মেঃটনঃ
এ্যাসিটিক এনহাইড্রাইড	২,৫৬৬ মেঃটনঃ	৬৭.২০০মেঃটনঃ	৬৫.৫২০ মেঃটনঃ
এ্যাসিটোন	৫,৮৮৬.৯৯ মেঃটনঃ	৩৩২.৩২মেঃটনঃ	১৫১.৭৭২মেঃটনঃ
মিথাইল ইথাইল কিটোন	৪,১৮৪.৫৬ মেঃটনঃ	৯৯.৮২৫মেঃটনঃ	১৩৭.২০৭৪মেঃটনঃ
পটাশিয়াম পারম্যাংগানেট	২,০৪৫ মেঃটনঃ	২০.০০ মেঃটনঃ	৬০.০০মেঃটনঃ
সিউডোএফিড্রিন	৪৪,৭৯৫ কেজি	৫০০কেজি	২৮৭৭.৫৭৫কেঃ

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রশাসন শাখা)

উল্লেখ্য, এ অধিদপ্তরের অনুমোদন ছাড়া যারা প্রিকারসর কেমিক্যালস এর ব্যবসা পরিচালনা করছে তাদের সম্পর্কে পরিচালক (অপারেশনস) এর নিকট সংবাদ প্রদানের জন্য সর্বসাধারণকে অনুরোধ করা যাচ্ছে। যোগাযোগের টেলিফোন নং-৮৮৭০০১২-১৩।

মোবাইল কোর্ট

মাসের নাম	অভিযানের সংখ্যা	মামলার সংখ্যা	দন্ডিত আসামীর সংখ্যা	জরিমানা আদায়
জানুয়ারী'১৩	৮২১	৪২৯	৪৫৭	৩,৮৬,৯০০.০০
ফেব্রুয়ারী১৩	৭১৭	৩৬৯	৩৯০	৩,৭০,৮০০.০০
মার্চ ১৩	৬৫৭	৩৬৭	৩৭৭	২,৯৩,২০০.০০
এপ্রিল ১৩	৬৬৫	৩৭৪	৩৮১	২,৮৬,২০০.০০
মে ১৩	৮১৯	৪৫৭	৪৯০	৩,৬৭,৪০০.০০
জুন ১৩	৭৬৩	৪০৫	৪০৯	৩,৬২,৭০০.০০

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, অপারেশন অধিশাখা)

নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রম ও মাদকবিরোধী প্রচারাভিযান

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার রোধ করার জন্য দেশে প্রচলিত আইনের যথাযথ প্রয়োগের পাশাপাশি প্রয়োজন এ বিষয়ে ব্যাপক গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ে ব্যাপক গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। জুন ২০১৩ মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রমের একটি বিবরণী নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

কর্মসূচীর নাম	জুন'১৩
মাদকবিরোধী আলোচনা সভা	৪৩২ টি
মাইকিং কর্মসূচী	০৮ টি
শ্রেণী কক্ষে বক্তৃতা	২০ টি
পোষ্টার/লিফলেট বিতরণ	১১ টি
ফিল্ম প্রদর্শণ	০২ টি

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, নিরোধ শিক্ষা অধিশাখা)

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন রিপোর্ট

জুন ১৩ মাসে সরকারী মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ও কারাগার হাসপাতাল সমূহে ৬৭৪ জন মাদকাসক্তের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। জুন ১৩ মাসে নিরাময় কেন্দ্র ও কারাগার ভিত্তিক চিকিৎসা সেবার বিবরণ নিম্নরূপঃ

কেন্দ্রের নাম	আন্তঃ বিভাগ	বহিঃ বিভাগ	মোট	নতুন	পুরাতন
কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, ঢাকা	৩৬	১৪৮	১৮৪	৯৬	৮৮
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, চট্টগ্রাম	০২	০৬	০৮	০৮	০০
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, খুলনা	-	-	-	-	-
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, রাজশাহী	০২	২২	২৪	১৬	০৮
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, রাজশাহী	১৬	২৫৭	২৭৩	৭৮	১৯৫
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, যশোর	৫৮	২২	৮০	৫৮	২২
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, কুমিল্লা	০২	১০৩	১০৫	৩৯	৬৬
মোট =	১১৬	৫৫৮	৬৭৪	২৯৫	৩৭৯

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, , চিকিৎসা ও পুনর্বাসন অধিশাখা)

জুন ২০১৩ মাসে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের রিপোর্ট পর্যালোচনা করে জানা যায় যে, কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র হতে চিকিৎসাপ্রাপ্ত মাদকাসক্তদের মধ্যে ফেনসিডিল-৪.৮৯%, হেরোইন-৩৮.০৪%, গাঁজা-৩৬.৪১%,ইনজেকশন-২৩.৩৯%,ইয়াবা-৮.৬১%, মদ-২.১৭%, ড্যান্ডি-১.০৮%, পলিড্রাগস-৪.৮৯% (কোন কোন রুগী একাধিক মাদকদ্রব্য ব্যবহার করে) । (সূত্র ঃ কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র) ।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, ৪৪১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। টেলিযোগাযোগ ঃ
ফোন ঃ ৮৮৭০০১১, ই-মেইল- dgdncbd@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.dnc.gov.bd